সংবাদ

তারিখ 08 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

প্রতিক্রিয়া

প্রসঙ্গ : শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রকল্পের টাকার শ্রাদ্ধ

জয়নাল আবেদীন

দৈনিক সংবাদের ২৫ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় 'শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রকল্প-২০ কোটি টাকা বানিয়ে নিলেও তৈরি হয়নি ট্রেনিং ম্যানুয়েল' শিরোনামের সংবাদ পড়ে খুব খারাপ লাগল। আমাদের শিক্ষা বিভাগ নানাভাবেই প্রকল্পের টাকার অপচয় করে থাকে। উক্ত রিপোর্ট এ ধরনের হাজার অপচয়ের একটি। বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশের শিক্ষকদের ট্রেনিং দেয়ার উপযোগী ম্যানুয়েল প্রণয়নের দায়িত্ব না দিলে কী চলত না? বাংলাদেশে কী এ ধরনের ম্যানুয়েল করে দেয়ার শিক্ষক বা প্রতিষ্ঠান নেই? ছাত্রজীবন থেকেই স্কুল কলেজে এক শ্রেণীর শিক্ষকদের দুর্নীতি দেখে আসছি। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষকদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে দুর্নীতি। স্কুল কলেজের ভবন নির্মাণে দুর্নীতি। পরীক্ষা হলে দুর্নীতি। বর্তমানে যা ৫ম শ্রেণীর পরীক্ষাতেও সম্প্রসারিত হয়েছে। অতি সম্প্রতি বিক্রমপুরের শ্রীনগর কলেজের প্রশাসনিক ভবনের ৩ তলা নির্মাণে দুর্নীতির যে আলামত ও দেখে এলাম তা পাঠক ও শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের গোচরে আনার জন্যই এ শেখা। আমি ১৯৭০ সালের জুলাই মাসে শ্রীনগর কলেজে প্রথম ছাত্র হিসেবে ভর্তি হই। ঢাকা কলেজে পড়ার সকল আয়োজন আমার পিতা কর্তৃক সম্পন্ন করার পরও এলাকার তৎকালীন এমএনএসহ শিক্ষকবৃন্দ ও মুরুব্বীদের চাপে পড়ে আমি শ্রীনগর কলেজে ভর্তির ফরমে স্বাক্ষর করি। স্বাধীনতার পরে (১৯৭২-৭৫) পর পর দু'বার ছাত্রসংসদে সহসভাপতির দায়িত্ব পালনকালে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তিল তিল করে শ্রীনগর কলেজ আমরা গড়ে তুলি। ১৯৮৭ সালে কলেজ সরকারিকরণ হয়। আমাদের সময় টিনের ঘরে ক্লাস হতো। এখন দালানে ফ্যানের নিচে বসে ছাত্রছাত্রীরা পড়ে। সরকারি অনুদানেই কলেজের ভবনসমূহ নির্মিত হয়েছে।

গত ১১.০৮.২০১৬ ও ০৩.০৯.২০১৬ তারিখে দুটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শ্রীনগর সরকারি কলেজে যাই। অনুষ্ঠান শেষে কলেজের প্রশাসনিক ভবনের তিন তলার নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত দেখে আমি জানতে চাই এর কারণ। কলেজের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের কাছ থেকে যা জানলাম তাতে আমি অবাক না হয়ে পারলাম না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফেসেলিটি বিভাগের তত্ত্বাবধানে জনৈক ঠিকাদার তিনতলা নির্মাণের কাজ পায়। কাজ শুরু করার পর অর্ধেক কাজ করে ঠিকাদার কেটে পরেন। কলেজ থেকে একাধিকবার লিখিতভাবে জানানোর পরও শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের সঙ্গে আলাপ করে জানলাম ঠিকাদার ঢাকার ছাত্রলীগের নেতা। সম্পূর্ণ কাজ না করে পুরো বিল তুলে নিয়ে গেছেন। এজন্যই শিক্ষা বিভাগ কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবনের তিনতলার কাজ অসমাপ্ত রেখে সম্পূর্ণ বিল কী করে তুলে নিতে পারে? এ ব্যাপারে দুর্নীতি দমন বিভাগ কথিত ছাত্রলীগ নেতাকে পাকড়াও করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিলে এ ধরনের 'মহাসাগর চুরি' রোধ করা সম্ভব হবে। আশা করি দুর্নীতি দমন বিভাগ তা করবেন।

লেখক : মুক্তিযোদ্ধা ও ব্যাংক নির্বাহী (অব:)